কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ

বাংলা সম্মানিক,পর্ব – ৫

দ্বাদশ পত্র,মডিউল –২

বিষয়-টিনের তলোয়ার –উৎপল দত্ত

প্রসঙ্গ –ময়না চরিত্র।

বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবার্ষিকীর ঐতিহাসিক স্মরণ মুহূর্তে উৎপল দত্ত 'টিনের তলোয়ার ' নাটক রচনা করেন। আমরা জানি ১৮৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সাধারণ রঙ্গালয় ,যার নাম ন্যাশনাল থিয়েটার। টিনের তলোয়ার নাটকটি প্রথম প্রযোজিত হয় ১৯৭১ সালে।

টিনের তলোয়ার নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে একটি থিয়েটারের অন্দর মহলের পরিচয় দানের উদ্দেশ্যে। বিপ্লবী থিয়েটারের আলোকে এই নাটক বিচার্য হলেও, এই নাটকের কাহিনীতে আছে ঐ থিয়েটারের নটী,নট্যকার,কাপ্তেন,পটশিল্পী,প্রম্পটার, পোস্টার সাঁটানোর লোক এবং মালিক।

সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পর যেসব অভিনেত্রী রঙ্গালয়ে প্রবেশ করেন তারা সবাই পতিতাপল্লী থেকে আসেন। তখন ভদ্রঘরের শিক্ষিত বা অশিক্ষিত নারীরা রঙ্গালয়ে অভিনয়ে, নাচ ও গানের প্রতি নিষ্ঠা নিয়ে এগিয়ে আসেননি। ময়নার পরিচয় যা জানা গেছে তা হল সে পতিতা পল্লী থেকে আসেন। তার জন্ম কাহিনী অজ্ঞাত সে যুবতী বয়সে বুদ্ধি বাতির আলো এবং হাসনাবাদের বেগুন বেচে পেট চালায় কিন্তু তার গাড়ের গলার প্রতি চমৎকার নাটকের প্রথম দেশে বেণীমাধব যখন ভোররাত্রে দেয়ালে পোস্টার সাঁটানোর সময় মেথরের সঙ্গে বাক্যালাপ করছিল তখন হঠাৎ নেপথ্যে নারী কন্ঠের গান ভেসে আসে –

" ছেড়ে কলকাতা বোন হবো পগার পার।

পুঁজিপাটা চুলোয় গেল পেট চালানো হোলো ভার।"

এই গান শুনে অবাক হয় বেণীমাধব। তার কৌতূহল তীব্র হলো। মেথরের কাছে জানতে পারি তার নাম ময়না। এই গানের মধ্যে তার জীবনের হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে ।এরপরেই সেই মঞ্চে প্রবেশ করে। ময়না ছড়া কাটে–'আলু নিয়ে যাই বাড়ি বাড়ি'এই ছড়া কাটতে কাটতে ময়না মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায়। বেণীমাধব তাকে তার থিয়েটারের মহলা কক্ষে আসতে বলে। থিয়েটারের প্রতি ময়নার

জাকর্ষণ ছিল তা তার ছড়া কাটা থেকেই জানা যায় ।বাড়ি বাড়ি আলু বেগুন বেচা থেকে নায়িকার জীবন কাম্য, এই চিন্তায় একদিন ময়না এসে হাজির হয় দি গ্রেট বেঙ্গল অপেরার মহলা কক্ষে। তখন তার পরনে ছিল শত ছিন্ন নোংরা শাড়ি। সে এসে খোঁজ করে কাপ্তেন বাবুর। কাপ্তেনবাবু তাকে এখানে আসতে বলেছে ।তার আবির্ভাবে সবাই বিভ্রান্ত এবং শঙ্কিত, কারণ নারী সংক্রান্ত কোনো ঝামেলায় না শেষ পর্যন্ত জড়িয়ে পড়তে হয়।।

বেনিমাধব তখন নেশার ঘোরে ছিল তাকে দেখে ময়না অমার্জিত ভাষায় গালাগালি দেয়। থিয়েটারের রানী করে দেবে বলে তাকে ডেকে নিয়ে এসে তার সঙ্গে ভিখারির মতো ব্যবহার করায় ময়না খুবই ক্ষুব্ধ হয়।

কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে বেনীমাধবের চৈতন্য ফিরে আসে। তখন সে কামিনীকে ডেকে নবাগতা মেয়েটিকে ভালো করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দিতে বলল। সোডা আর গরম জল দিয়ে মেয়েটির গা পুছে রংটং করে ময়ূর বাহন নাটকের নায়িকা রাজকুমারী অনুরাধার বেশ ও অলংকার পরিয়ে আনার নির্দেশ দিল। ময়না দি গ্রিট বেঙ্গল অপেরায় গৃহীত হলো।

ময়নার জন্য নির্দিষ্ট হলো ময়ূর বাহন নাটকের নায়িকা অনুরাধার ভূমিকা। ময়নার উচ্চারণ স্পষ্ট নয়। বসুন্ধরা তাকে সলজ্জ পদক্ষেপ শেখায় ।তার পরিমার্জনা কৌশলে ময়না এখন সুন্দরী রূপসী নারীতে রূপান্তরিত। তার দিকে তাকিয়ে বীরকৃষ্ণ দা প্রশংসা করে বলে "মাইরি বলছি। এমন রূপ চক্ষেতে বহুকাল পড়ে নি গো।"

বেনীমাধব নতুন নায়িকা ময়নাকে দেখিয়ে বীর কৃষ্ণের মন জয় করে। ভদ্র ঘরের মেয়ে ছেলে নিয়ে বীর কৃষ্ণের গর্বের শেষ নেই ।এবার দি গ্রেট বেঙ্গল অপেরার কাছে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার হেরে যাবে। ময়নার পরিবর্তন দেখে থিয়েটারের অন্যান্য অভিনেতারা অবাক। যদু বলে "ফরিং প্রজাপতি হয়েছে।"ধীরে ধীরে বেনীমাধবের শিক্ষায় ময়নার বাংলা উচ্চারণে শুদ্ধতা দেখা দিয়েছে। কিন্তু তার মুখের অমার্জিত ভাষা ব্যবহার তত তাড়াতাড়ি শেষ হলো না 'মাগী', 'শালা', ' মিনসে' প্রভৃতি ইতর শব্দ আগের মত ব্যবহৃত হয় ।কিন্তু তাতে বেণীমাধব ধৈর্য হারায় না। সে বলে "আমি শিক্ষক। আমি স্রষ্টা। আমি তাল তাল তাল মাটি নিয়ে জীবন্ত প্রতিমা গড়ি। আমি একদিক থেকে ব্রহ্মার সমান ।আমি দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা।"

যথার্থই বেণীমাধব দেব শিল্পী বিশ্বকর্মা ।তার শিক্ষার গুনে ময়না শুদ্ধ উচ্চারণ শিখেছে ।সে এখন মেঘনাদবধ কাব্য পাঠ করতে পারে বিশুদ্ধ উচ্চারণে। ময়না বেনীমাধবকে বাবা বলে ডাকে। ময়ূর বাহন নাটকের অভিনয়ের পূর্বে ময়না স্টেজকেক নমস্কার করে। তারপর নাট্য শিক্ষক বেনীমাধবকেও সে প্রণাম নিবেদন করলে ,বেণীমাধব হাত জোর করে বিড়বিড় করে তাকে আশীর্বাদ করে। অবশেষে ময়নার অভিনয় ও গান শুনে সবাই পুলকিত। না এখন স্বনামধন্য নায়িকায় রূপান্তরিত হয়েছে তার সঙ্গে একদিন ঘটনাচক্রের দেখা হয় মেথরের ।ময়না তখন বেলগাছিয়ার বাগানে সং

দেখে ফিরছিল বউবাজার দিয়ে। তাকে দেখে মেথর বলেছিল-"তুমি তো মুচির কুকুরের মত ফুলে উঠেছ দেখছি।"

যথার্থই নতুন বেশ ,নতুন মন। অভিনয় ছাড়া তার মনের আনন্দে দিন কাটে। কলকাতায় সে এখন সং দেখে, বুলবুলির লড়াই দেখে। তার জীবনে এসেছে পরিবর্তন। সে জীবনকে নতুন করে মনের মত করে উপভোগ করতে চায়। থিয়েটারে সে চেয়েছে তার মনের মানুষকে ।বলাবাহুল্য তার নাম প্রিয়নাথ। প্রিয়নাথের ব্যবহার, মার্জিত রুচি, নাট্য রচনা কৌশল, দেশপ্রেম এবং আত্মমর্যাদা বোধ সবকিছুই ময়নাকে মুগ্ধ করে।

দি গ্রেট বেঙ্গল অপেরায় গৃহীত হয় প্রিয়নাথের নতুন নাটক তিতুমীর। তাতে আছে ময়নার ভূমিকা ।কিন্তু এই নাটকে যেহেতু ইংরেজ বিরোধিতা আছে সেই হেতু বীরকৃষ্ণ এই নাটককে বাদ দিতে আদেশ দেয়। তার নতুন প্রস্তাব বেনীমাধবকে একটি নতুন থিয়েটারের মালিক করে দেওয়া হবে । পরিবর্তে সে সম্পূর্ণ অধিকার চায় ময়নার। ময়নাকে অনেক গয়না দেওয়া হবে। ধোপাপুকুর লেনের বাড়িটাও ময়নার নামে লিখে দিতে রাজি বীরকৃষ্ণ। বেণীমাধব নতুন থিয়েটারের মালিক হতে চলেছে শুনে ময়না আনন্দিত হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন সে শোনে তাকে বীর কৃষ্ণের রক্ষিতা হয়ে থাকতে হবে, সেই মুহূর্তেই আর্তনাদ করে ওঠে। চরম দুঃখ ও অনুশোচনায় সে বেনিকে বলে "ভিখিরি তখন ছিলাম তখন তরকারি বেঁচে পেট চালাতাম ।এখন এমন ভদ্র মহিলা বানিয়েছ বাবু ,যে বেশ্যাবৃত্তি ছাড়া আর পথ নেই। কেন তুলে এনে ছিলে রাস্তা থেকে? জবাব দাও। কেন রাস্তা থেকে তুলে এনে আমার এমন অপমান করলে?"

ময়না রাস্তার মেয়ে যখন ছিল, তখন পেট চালাতো আলু ও বেগুনের ব্যবসা করে। তখন তাকে দোকানের পসরা করে তাকে বিক্রি করে দেবার সাহস দেখাতে কেউ পারেনি। কিন্তু থিয়েটারের নায়িকা হয়ে তাকে হতে হলো বেশ্যা।এর জন্য যে দায়ী সেই বেণীর কাছে ময়না করুন আবেদনে বলে ,তাকে কেন বেশ্যা করার জন্য রাস্তা থেকে তুলে আনা হল। এমন কি প্রিয় না তো বেনিকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে বলে ,"আপনার কোন ম্যরালিটি নেই ।নীতিবোধ, ন্যায়বোধ এসব আপনার ধাতে নেই।"

বেণী স্বীকার করে নীতিবোধ থাকলে থিয়েটার চালানো যায় না। বসুন্ধরা ময়নাকে থিয়েটারের পরিবেশ থেকে চলে যেতে বললে, ময়না অসহায় ভাবে জানায় তার আর যাবার জায়গা নেই। এতদিন সে তরকারির ঝুড়ি মাথায় করে রাস্তায় ব্যবসা করতো ।কিন্তু বেণীমাধব তাকে ভদ্রমহিলা বানিয়ে দেওয়ার আর তার পক্ষে রাস্তায় নামা সম্ভব নয়।

ময়না রাস্তার মেয়ে যখন ছিল, তখন পেট চালাতো আলু ও বেগুনের ব্যবসা করে। তখন তাকে দোকানের পসরা করে তাকে বিক্রি করে দেবার সাহস দেখাতে কেউ পারেনি। কিন্তু থিয়েটারের নায়িকা হয়ে তাকে হতে হলো বেশ্যা।এর জন্য যে দায়ী সেই বেণীর কাছে ময়না করুন আবেদনে বলে ,তাকে কেন বেশ্যা করার জন্য রাস্তা থেকে তুলে আনা হল। এমন কি প্রিয় না তো বেনিকে

কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে বলে ,"আপনার কোন ম্যরালিটি নেই ।নীতিবোধ, ন্যায়বোধ এসব আপনার ধাতে নেই।"

বেণী স্বীকার করে নীতিবোধ থাকলে থিয়েটার চালানো যায় না। বসুন্ধরা ময়নাকে থিয়েটারের পরিবেশ থেকে চলে যেতে বললে, ময়না অসহায় ভাবে জানায় তার আর যাবার জায়গা নেই। এতদিন সে তরকারির ঝুড়ি মাথায় করে রাস্তায় ব্যবসা করতো ।কিন্তু বেণীমাধব তাকে ভদ্রমহিলা বানিয়ে দেওয়ার আর তার পক্ষে রাস্তায় নামা সম্ভব নয়।

প্রিয়নাথ ময়নাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাইলে বেনীমাধব রাজী হয় না। ময়নাকে অনেক কষ্ট করে শিক্ষিত ও মার্জিত করে তুলে থিয়েটারের অভিনেত্রীতে পরিণত করেছে সে ।বীর কৃষ্ণ ময়নাকে রক্ষিতা করে রাখলেও অভিনয় করতে দেবে ।অভিনয়েই যথার্থ মুক্তি ।প্রিয়নাথের বউ হলে সেটাই হবে ময়নার বেশ্যাবৃত্তি। বেনীমাধব ময়নাকে কারোর ঘরের বউ রূপে দেখতে চায় না।

সবথেকে আশ্চর্যের কথা প্রিয়নাথের আহ্বান অগ্রাহ্য করে ময়না নিজেই সে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে প্রিয়নাথকে বলে, "পারবো না থিয়েটার ছাড়া বাঁচবো না ।এরাই পিতা-মাতা ভাই বোন সব।"ময়না এখন দারিদ্রকে ঘৃণা করে কারণ সে এখন অনেক উপরে উঠেছে তার গায়ে না তার গায়ে গয়না উঠেছে কলকাতার বড় লোকের দল তার পায়ের কাছে হাতজোড় করে ধরনা দিয়ে পড়ে থাকে ময়না জানে সে এক অশিক্ষিত রুচিহীন মুৎসুদ্দির শয্যায় যাবে ।তাকে ময়না সহ্য করতে পারে না ।কিন্তু থিয়েটারের স্বার্থে তাকে বীর কৃষ্ণের শয্যাসঙ্গিনী হতে হবে । ময়না এখন সতীত্বের পরোয়া করে না।

প্রিয়নাথ তাকে বারবার আহ্বান জানাতে থাকলে ময়না বিরক্ত বোধ করে ।বীর কৃষ্ণ ময়নাকে উপহার দেয় ব্রেসলেট ও দুল।সে ময়না কি নতুন নাম দেয়। টুকটুকি। আর ময়না অভিনয় করবে না। কিন্তু ময়না ভোলেনি প্রিয়নাথকে। বীর কৃষ্ণের বারণ সত্ত্বেও সে বেনিকে বলে প্রিয়নাথের নাটক তিতুমীর অভিনয় করতে। তিতুমীরের অভিনয়ের সময় ময়না বক্সে বসেই ল্যামবার্টকে শুনিয়েই দেশপ্রেমের কবিতা আওড়ায়।

ময়নার কথা বিবেচনা করলে আমরা বেশ বুঝতে পারি ময়না যেন নটী বিনোদিনী। তাকে কাছে পাবার শর্তে জনৈক যুবক মারওয়ারি ব্যবসায়ী গিরিশচন্দ্র এবং সহ অভিনেতাদের কাছে থিয়েটার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন প্রস্তাবিত এই থিয়েটারের নাম দেওয়া হবে বিনোদিনী নামের আদ্যক্ষর 'বি' নিয়ে। গিরিশচন্দ্র বিনোদিনীকে গুর্মুখ রায়ের হাতে তুলে দিলেও বিনোদিনীর নামে থিয়েটারের নাম রাখেননি। প্রস্তাবিত থিয়েটারের নাম হয়েছিল স্টার থিয়েটার। বলা যেতে পারে, ময়না চরিত্র পরিকল্পনায় নটী বিনোদিনীর কথা নাট্যকার উৎপল দত্ত বিস্মৃত হননি। ময়না চরিত্র সৃষ্টি নটি বিনোদিনীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্পন।

সহায়ক গ্রন্থ:-

- নাটকের কথা- অজিত কুমার ঘোষ
- বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস- দর্শন চৌধুরী
- উৎপল দত্তের টিনের তলোয়ার- সম্পাদনা জগন্নাথ ঘোষ।